প্রিয় বিদগ্ধ পাঠক,

বড়ই আফসোস !! সিডনীর বিভিন্ন মেলা এবং সমাবেশে গায়ে ও গলায় গামছা (চাদর) পেঁচিয়ে এবং পরিধেয় পোশাকের সাথে মিলিয়ে কাঁধে কাপড়ের থলে ঝুলিয়ে হামেশা উপস্থিত ধড়িবাজ ও ছদ্মবেশী অনেক প্রবাসী তথাকথিত সাহিত্যিক, কবি, লেখক ও কলামিষ্টরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বলতম তারকা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নাম জীবনে কখনো নাকি শোনেনি। যার ফলে সম্প্রতি সিডনীতে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সফর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'গলায় গামছা' ও কাঁধে থলে ঝোলানো ঐসকল সাহিত্যপ্রেমীরা আসেনি। সম্প্রতি ক্যাম্বেলটাউনের বাংলা মেলায় উপস্থিত এশ্রেনীর একজনতো সেদিন জিজ্ঞেস করেই বসলেন 'শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়' প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কি হন এবং তিনি কী ধরনের গান করেন! আরেকজন স্বঘোষিত 'স্বেচ্ছানির্বাসিত' ও স্ত্রী কর্তৃক বিতাড়িত সংসারহারা বাচাল এক কবি [চিকিৎসক] বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন শীর্ষেন্দু কি ধরণের কবিতা লেখেন! সবচে' আশ্চর্য্যের বিষয় হলো সিডনীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অবসরপ্রাপ্ত-মুখী' প্রৌঢ় একজন সহকারী শিক্ষক যিনি তার লেখাতে নিজের যৌবনকালের পাসপোর্ট সাইজ ছবি সেঁটে মাঝে মাঝে দু' চার কলম ছড়া, কবিতা এবং নিজের পারিবারিক রোজনামচা লিখে থাকেন এবং কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের মত 'চটি-এ্যাওয়ার্ড' পেয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রচার করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন, তিনি নাকি কখনো শীর্ষেন্দুর কোন লেখাই পড়েননি। সে জন্যে ঐ 'এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সহকারী-শিক্ষক' শীর্ষেন্দুর সাহিত্য সন্ধ্যায় সেদিন আসেননি। কি লজ্জা, অথচ এরাই আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীদের বারংবার ধোকা দিচ্ছেন আর নিজেদেরকে বাংলা সাহিত্যসেবী ও কলামিষ্ট বলে দিব্যি প্রচার করে যাচ্ছেন ! [আগামীতে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পড়ুন]

---------- প্রধান সাম্পানওয়ালা

বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তি ও পরশপাথর সম ব্যক্তিত্ব শীর্ষেন্দু মুখোপধ্যায় এর সাথে সিডনীর একটি জনপদে প্রচারবিমুখ প্রবাসী সাহিত্যিক ও কবি খন্দকার জাহিদ হাসান।